

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ পঞ্চম অধ্যায়: অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৫. ৩. ২. ২. ইবাদতের শিরক

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, যুগে যুগে মুশরিকগণ মূলত ইবাদতের শিরকেরই বেশি লিপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেছে। বস্তুত মানুষের মুখতা ও মানবীয় দুর্বলতা তাকে প্ররোচিত করে বিপদে আপদে ‘মূর্ত’, ‘দৃশ্যমান’ বা হাতের নাগালে পাওয়া কারো কাছে নিজের অসহায়ত্ব পেশ করে বিপদ থেকে উদ্ধারের আবেদন করা। মানুষ বিপদে-আপদে, দুঃখে-কষ্টে মহান আল্লাহর কাছে নিজের বিপদের কথা বলে আকুতি জানায়। কিন্তু অনেক সময় মানুষের দুর্বলতা ও অস্থিরচিন্তা এভাবে অদৃশ্য প্রতিপালককে ডেকে তৃপ্ত হয় না। কি জানি তিনি শুনলেন তো! আমার সমস্যাটা দূর হবে তো! শয়তান এরূপ অস্থিরচিন্তা ও দুর্বলতার সুযোগে মানুষকে প্ররোচিত করে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত ‘দৃশ্যমান’, বা ‘হাতের নাগালে পাওয়া যায়’ এমন কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে নিজের চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে। বান্দা ভাবে এতে হয়ত দ্রুত তার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সে তার এরূপ কর্মকে বৈধ বলে প্রমাণ করতে চায়।

এরূপ ব্যক্তি কখনোই এ সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে স্রষ্টা, প্রতিপালক বা ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করে না, বরং মহান স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই এ সকল ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে ভক্তির অর্ঘ্য, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। এভাবেই ইবাদতের শিরক যুগে যুগে বিভিন্ন আসমানী ধর্মের অনুসারী এবং অন্যান্যদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে।

আমরা ইতোপূর্বে ইবাদতের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি জেনেছি। কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি মুশরিকগণ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্য পালন করত। কুরআন ও হাদীসে এগুলি একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে এ সকল ইবাদতের বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13712>

হাদিসবিভিন্ন প্রজেক্টে অনুদান দিন